গাংনীর জগত আলী মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় হত্যা মামলা দায়ের

গাংনীর আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী হত্যাকান্ডের ঘটনায় তিন জনকে এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাতনামা জনকে আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) দুপুরের দিকে নিহতের স্ত্রী হালিমা খাতুন বাদী হয়ে ৩০২/৩৪ ধারায় অভিযোগ এনে গাংনী থানায় এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নং ২, তারিখ ০১/১১/২০২২ ইং।

মামলার আসামিরা হলেন, আমতৈল গ্রামের মৃতু আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল গাফ্ফার (৪০), আব্দুল জব্বার (৩৫) ও হেমায়েতপুর রাজারপাড়া এলাকার আইনুদ্দীনের ছেলে ফেরেজুল ইসলাম (৪০)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে জমি জমা নিয়ে আসামিদের সাথে আমার স্বামীর বিরোধ চলে আসছিল। কিছুদিন আগে তারা আমার স্বামীকে মারধর করে। এবং জমির উপর গেলে তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়ে আসছিল। সেই ধারাবাহিকতায় তারা আমার স্বামীকে বিরোধপূর্ণ ওই জমিতে হত্যা করে ফেলে রেখেছে। তাকে নিড়ানি ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এদিকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজ মঙ্গলবার (১ নভেম্বর) মামলাটি এফআইআর ভূক্ত হওয়ার পর মুল রহস্য উদঘাটনে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছি। ঘটনাস্থলে এসে এলাকার মানুষ জনের সাথে কথা বলার পাশাপাশি স্বাক্ষীদের সাথেও কথা বলেছি। আসামিদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। আসামিরা পলাতক থাকায় আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে নিহতের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর সকাল ১০ টার দিকে গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর মাঠের মধ্যে থেকে আমতৈল গ্রামের জনির উদ্দীন ওরফে জগত আলী (৫৫) এর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এটিকে হত্যাকান্ড দাবী করে তার স্ত্রী হালিমা খাতুন ভাসুরের দুই ছেলে আব্দুল গাফ্ফার,

আব্দুল জব্বার ও ফেরেজুল ইসলামের নামে মামলা দায়ের করেন।

মিথ্যা মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী খালাস, মাদক মামলায় প্রতারক স্বামী জেল হাজতে

মাদকদ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মীর কাউছার আলী। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন মাঝে মধ্যে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বহু বিবাহের অভিযোগ। নিজেকে সরকারি চাকুরীজীবি বা সাংবাদিকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বহু বিবাহ করেছে এই মীর কাউছার আলী। একজন মাদক সেবী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকার মানুষ তাকে চিনে।

ঘরে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে থাকার পরেও মীর কাউছার আলী একই উপজেলার ধানখোলা গ্রামের জমির উদ্দিন এর মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে বিয়ে করে। শ্যামলী খাতুন কাউছারের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও সন্তান দেখে ওই দিনই বাবার বাড়ি ফিরে এসে তালাক দেন তাকে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামলী ও তার পরিবারের উপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিতে থাকে প্রতারক কাউছার। তার দায়ের সবগুলো মামলায় খালাস পান তিনি।

সবশেষে ২০২০ সালে তার বিরুদ্ধে টাকা ও গহনা চুরির একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন প্রতারক। যার মামলা নং-৩১৬/২০।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত শেষে শ্যামলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেন। মালায় ৩ জন সাক্ষী প্রদান করেন। এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বর্ণালী তাকে বেকসুর খালাস দেন।

কাউছারের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় শ্যামলী খাতুন আদালত থেকে

বেখুসুর খালাস পাওয়ার দিন গাংনী থানা পুলিশ প্রতারক মীর কাউসাকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

সোমবার দুপুরে শ্যামলীকে বেখসুর খালাস হয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মীর কাউছারকে। মীর কাওছার একই উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মৃতু মীর ওমর ফারুকের ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসায়ী মীর কাউসার মাদক সেবনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকের ব্যবসা করে আসছে। মীর কাওছারের বিরুদ্ধে গাংনী, মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের অভিযোগে ১৭ টি মামলা চলমান রয়েছে।
কয়েকটি মামলায় তার তাকে সাজা দিয়েছে আদালত।

৭৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পটুয়াখালী জেলাকে পরাজিত করেছে মেহেরপুর

৭৭ রানের বিশাল ব্যবধানে পটুয়াখালী জেলা দলকে পরাজিত করেছে মেহেরপুর জেলা একাদশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিবি) উদ্যোগে সোমবার খুলনা স্টেডিয়াম মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিসিবি’র উদ্যোগে দেশ ব্যাপি শেখ কামাল অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। খেলায় প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মেহেরপুর জেলা দল ৪২.৩ ওভারে ১৬৭ রান করে অল আউট হয়।

মেহেরপুর দলের পক্ষে আল-আমিন সর্বোচ্চ ২৯ রান করেন। এছাড়া মেহেরপুর দলের ইউসুফের বিধ্বংসী বোলিং মুখে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে পটুয়াখালী জেলা দল। ইউসুফ একাই ৫ উইকেট নেন।

১৬৮ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে পটুয়াখালী জেলা দল ৩৩ ওভার খেলে মাত্র ৯০ রান করে আউট হয়ে যায়।

মেহেরপুর জাসদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ এর প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা জাসদের সভাপতি ওমর আলীর সভাপতিত্বে এবং মেহেরপুর জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার সংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মতিন, জাসদ নেতা মিয়াজান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম এ মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিল্লুর রহমান, সংস্কৃতিজন শামীম জাহাঙ্গীর, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) জেলার সাধারণ সম্পাদক মীর্জা গালিব উজ্জল, শিক্ষক সাজেদুর রহমান সাজু, সাহিত্যজন আনোয়ারুল আয়ুব, এবং কবি ছড়াকার ও শিক্ষক ইয়ামিন হাসান রুদ্র সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী ও বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন ।

প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে উধাও তিন সন্তানের জনক

তিন পরিবারকে পথে বসিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে শিশু বাচ্ছাসহ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন। ভ’ক্তভোগী ওই তিনটি পরিবার এখন অভিযুক্ত কালু হোসেনের বিচার দাবীতে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে।

জানা গেছে, করমদী গ্রামের নজিমুদ্দীনের ছেলে কালু হোসেনে প্রায় ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তি কল্যাণপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার লাইলী খাতুনের সাথে বিয়ে করে। বিয়ের পর শশুরের দেওয়া জমিতেই ঘর বানিয়ে থেকে যান কালু হোসেন। তার ২ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো ছোট মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন একই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহিদুল ইসলামের স্ত্রী এক সন্তানের জননী শুকিলা খাতুন (২৮) এর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। চলতি মাসের ১২ তারিখে তারা অজানার উদ্যেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

শুকিলা খাতুনের ভাসুর নাজিমুদ্দীন বলেন, আমার ভাই রহিদুল কাতারে রয়েছেন। সেখান থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, টাকা ও স্বর্ণালংকার আমাদের কাছে বিষয় নয়, ৪ বছর ২ মাস বয়সী ভাইস্তি মুস্তাকিমকে তারা হত্যা করতে পারে।

আমার প্রবাসী ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছি। মামলার পরে সে মোবাইল ফোনে আমাকে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে তাদের কাছে থাকা ভাইস্তি মুস্তাকিমকে হত্যা করবে বলেও হুমকী দিচ্ছে।

এদিকে কালু হোসেনের স্ত্রী লাইলী খাতুনও তার স্বামী ও পরোকীয়া শুকিলা খাতুনের নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। লাইলী খাতুন বলেন, আমার স্বামী প্রায় ২ বছরে ধরে প্রবাসীর স্ত্রী শুকিলা খাতুনের সাথে পরোকীয়া করে আসছে। এই দুই বছরে সে আমাকে শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে আসছে। আমার মায়ের নামে সে ২ লাখ টাকা এনজিও’র কাছ থেকে তুলে নিয়ে আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি আমার ভাইয়ের বোঝা হয়ে আছি। এনজিওর লোকজন আমার বাড়িতে আসছে টাকা নিতে।

তিনি বলেন, শুধু বাবার এই অপকর্মের কারণে, এখন জামায় আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। ছোট একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছি। তিনি বলেন আমার স্বামী কালু হোসেন ও তার পরোকীয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।

এদিকে শুকিলা খাতুনের দিন মজুর পিতা গোলাম হোসেন বলেন, আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার

স্বামী এখন বিদেশ আছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার কাছ থেকে সমিতি থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে সে। আমি অভিযুক্ত কালু হোসেনের নামে থানায় মামলা করেছি। আমার মেয়ের সংসার ভাঙার জন্য কালু হোসেনের উপযুক্ত বিচার দাবী করছি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক। ছোট শিশুটি তাদের কাছে রয়েছে। কালু হোসেনেরও তিনটি সন্তান রয়েছে। আমরা স্থানীয়ভাবে তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। তাদের পেলে বিষয়টি নিয়ে বসে একটা সমাধানে আসা হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইন ও ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার সামসুল আলমের ছেলে সোলাইমান হোসেন (২৬) ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২)।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টার দিকে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকায় সোলাইমান হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে থানায় নেন। অপরদিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে আলমগীর হোসেনকে আটক করে। আলমগীর হোসেন পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য

নিশ্চিত করেছেন।

হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দিয়ে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২ মামলার আসামি ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে লালন হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৬ বিজিবি বাজিতপুর ক্যাম্প। লালন হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৭ টার দিকে সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক ১১৯/১০আরএস পিলারের এর নিকট থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিজিবি।

৬ বিজিবির বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল তাকে গ্রেফতার করেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় ১৯৭৩ সালের পাসপোটৃ আইনের ৩ ধারায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। যার মামলা নং ৩৩।

বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমান বলেন, সীমান্তের ১১৯/১০ আর এস পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে লালনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে সদর থানার মামলার বাদী সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত লালন হোসেনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, পাসপোর্ট ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে তার

বিরুদ্ধে ১২ টি মামলা রয়েছে।

আজ সোমবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরের দিকে লালন হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

” বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন” “হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক সাথে” এই এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামে সৌরভ-১ মহিলা সমিতির আয়োজনে, জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং হাত ধোয়া দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা উনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ইউনিটি ম্যানেজার আলাউদ্দিন এর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায়, মুজিবনগর উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও হাত ধোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা করেন । তিনি বলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে অন্যান্য সম্পদের মত বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্জ্য সমস্যা নয়, বরং বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বেশীরভাগ অসুখ থেকে সুরক্ষা পেতে প্রযোজ্য সময়ে যথাযথভাবে দুই হাত ধোয়া অপরিহার্য।

আলোচনাশেষে উপস্থিত নারী অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ঘরবাড়ির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় আরো গুরুত্ব দেবেন। পাশাপাশি বর্জ্যগুলোকে লাভজনক সম্পদে পরিণত করবেন বলে জানিয়েছেন ।

অনুষ্ঠানশেষে পুরন্দরপুর গ্রামের সাধারণ নারী, পুরুষ ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি শোভাযাত্রা কর হয় । শোভাযাত্রায়

” বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন” এবং “হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক হই” শ্লোগান প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এ্যাকসেস প্রকল্পের ফিল্ড মনিটরিং অফিসার নাহিদ ফাতেমা তামান্নার সহায়তায় যথাযথভাবে হাতধোয়া প্রদর্শন করা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এ্যাকসেস প্রকল্পের ফিল্ড মনিটর নাহিদ ফাতেমা, সিডিও বিপ্লব সহ সৌরভ-১ মহিলা সমিতির সদস্যাবৃন্দ এবং এলাকার নারী পুরুষ ও স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মেহেরপুরে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী পুলিশ ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হারুন মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। হারুন মন্ডল মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের রাফাতুল্লাহর ছেলে।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই সিদ্দিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হারুন মন্ডলকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত হারুন মন্ডলের বিরুদ্ধে ২৩/১৭ নং মামলায় আদালত ৬ মাসের সাজা দিয়েছেন। রায় হওয়ার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত হারুন মন্ডলকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান ওসি রফিকুল ইসলাম।

মেহেরপুর সীমান্তে ২ টি ভারতীয় মহিষসহ একজন আটক

২ টি ভারতীয় মহিষ ও একটি আলগামনসহ আনোয়ার হোসেন (৩০) নামের এক চোরাচালানীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটক আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর সদর থানার সীমান্তবর্তি দক্ষিণ শালিকা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

শনিবার বিকালে সীমান্তবর্তি বারাকপুর গ্রামের জনৈক জসিমের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে মহিষসহ আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে এ অভিযান চালান।

এঘটনায় সদর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে চোরাচালানী আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি) এর ১(বি)/২৫ (ডি) ধারায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ৩১, তারিখ ২৯/১০/২০২২ ইং।

আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আটক আনোয়ার হোসেনকে আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।